বিআর৩ (বিপ্লব) পরিচিতি

ধানই জীবন

ফ্যাক্ট শিট : আমন ধানের জাত

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিআর৩ কী?

বিআর৩ একটি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত, যা আমন, রোপা আউশ এবং বোরো সব মৌসুমের জন্য অনুমোদিত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭৩ সালে জাতটি উদ্ভাবন করেছে। আমন মৌসুমে এই ধানগাছের উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার, জীবনকাল ১৪৫ দিন এবং ফলন হেক্টরপ্রতি ৪ টন। বিআর৩-এর জনপ্রিয় নাম বিপ্লব। এর চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে।

চিত্র-১ : বিআর৩ (বিপ্লব) ধান

১৯৭৪ সালে আন্তর্জাতিক ফলন প্রতিযোগিতায় বিআর৩ প্রথম স্থান পায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজতলায় বীজ বপন :** ১৫-২০ আষাঢ়।

২. **চারার বয়স :** ২৫-৩০ দিন।

৩. **রোপণ দূরত্ব :** ২০ X ১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা) :**

৪.১

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিঙ্ক
২৪	১৩	৯.০	৮	১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, চারা রোপণের ২০-২৫ এবং ৫৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম উপরি প্রয়োগের পর সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে উপরি প্রয়োগের সময় এলসিসিভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করা উত্তম।

চিত্র-২ : এলসিসি দিয়ে ধানের পাতার রঙ মিলিয়ে ইউরিয়ার চাহিদা নির্ধারণ

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা আবশ্যক।

৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

৭. **রোগ-বালাই দমন :** এ জাত বাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল এবং টুংরো ও খোলপোড়া রোগ সহনশীল। কীট-পতঙ্গ ও বালাই দমনে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

৮. **ফসল পাকা ও কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ।

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, ফলিত গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : ardbrri@dhaka.net

অধিবেশন ২ : মডিউল ৩
ফ্যাক্ট শিট ১

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI